R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
সিমেন্টের জন্য
যোগাযোগ করুন
পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ডিলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
২য় সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
২৩শে মে, ১৯৭৯ সাল।
নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

কংগ্রেস দল ক্ষমতায় এলে গ্রামে গ্রামে কমিশন বসাবে

বিশেষ প্রতিনিধি : কেন্দ্রে জনতা সরকার ও রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে আমাদের বিরুদ্ধে যেমন
একের পর এক কমিশন বসিয়েছেন, কংগ্রেস দল ক্ষমতায় এলে সেভাবে গ্রামে গ্রামে কমিশন বসবে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির
বিরুদ্ধে। বন্যাত্রাণের নামে পঞ্চায়েতগুলিতে যথেচ্ছ দুর্নীতি এবং দলবাজি চলছে। কাজেই কমিশনের সামনে
উপস্থিত হবার জন্য এঁরা যেন এখন থেকেই তৈরী থাকেন। ২১ মে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে জাতীয় কংগ্রেসের জন-
সভায় ভাষণ দিতে এসে এ কথা বলেন সর্বভারতীয় যুবনেতা প্রিয়রঞ্জন দাসমুনসী। তিনি আরো বলেন, জনগণের
আশীর্বাদে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছেন, তাই এঁদের কাজ করতে দেওয়া উচিত। কিন্তু তাই বলে
জনস্বার্থবিরোধী কাজের প্রতিবাদ করা যাবে না? সেই প্রতিবাদ করতে গিয়ে আজ আমরা বামফ্রন্টের চোখে
চক্রান্তকারী ও ষড়যন্ত্রকারীতে পরিণত হয়েছি। বামফ্রন্টের নামে ব্যভিচার চালাচ্ছেন জ্যোতি বসু ও প্রমোদ দাশগুপ্ত।
বর্গা রেকর্ডের নামে বর্গার অত্যাচার চলছে। ৪২তম সংবিধান সংশোধন নিয়ে বেইমানের মত দিল্লীর সঙ্গে আপোষ
করেছে সি পি এম। এক কথায় বামপন্থাকে জলাঞ্জলি দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার। ওদিকে ক্ষমতার
বাইরে গিয়ে দেশে গোলমাল বাধাচ্ছেন ইন্দিরা গান্ধী, মদত দিচ্ছেন বিনোবার অনশনে—এটা ঠিক নয়। সুদীপ
বন্দোপাধ্যায় বলেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ জানালে যদি চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র হয়, তাহলে কংগ্রেস তা করবে। শিক্ষাক্ষেত্রে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বৃষ্টির অভাবে মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির জলের জন্য ত্রাহি ত্রাহি রব সর্ব্বত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা : বৃষ্টির অভাবে জঙ্গিপুর মহকুমার মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে। চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। চাষ করার মত সেচের জল কোথাও নাই। সমস্ত পুকুর শুকিয়ে গিয়েছে। বিদ্যুতের অভাবে ডিপটিউবওয়েলগুলি অচল হয়ে পড়েছে। গ্রামের অধিকাংশ টিউব-ওয়েল অকেজো হয়ে পড়ায় পানীয় জলের অভাব দেখা দিয়েছে। সর্বত্র ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। আম-লিচুর ফলন বৃষ্টির অভাবে দারুণভাবে মার খেয়েছে। দক্ষিণা বাতাসে এবার প্রায় কোটি টাকার লিচু নষ্ট হয়েছে। খোদ সাগর-দীঘিতে জলকষ্ট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সমস্ত পুকুর শুকিয়ে গিয়েছে এবং অধিকাংশ টিউবওয়েল অকেজো হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বহু আবেদন জানিয়েও কোন ফল হয়নি। জনসাধারণ অবিলম্বে পানীয় জল সরবরাহের জন্য বিডিওকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছেন।

মুর্শিদাবাদে দূরদর্শনের রিপিটার ষ্টেশন

কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের জন্য ২ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নতুন অট্টালিকা নির্ম্মাণ অনুমোদন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই মর্মে জানান হয়েছে। রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সচিব ডঃ নীতিন সেনগুপ্ত আজ কলকাতায় সাংবাদিকদের কাছে এই সংবাদ জানিয়ে বলেন যে, প্রস্তাবিত ভবনটি দক্ষিণ কলকাতার গল্‌ফ ক্লাব এলাকায় তৈরী হবে। তিনি আরও জানান যে মুর্শিদাবাদে কলকাতা টি ভি দূরদর্শনের রিপিটার ষ্টেশন স্থাপনের জন্য ইতিমধ্যে একটি জমি নির্বাচন করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা মঞ্জুর করেছেন। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রক আসানসোলে আর একটি রিপিটার ষ্টেশন স্থাপনে নীতিগতভাবে সম্মত। এই রিপিটার ষ্টেশনগুলির নির্মাণ কাজ শেষ হলে কলকাতা দূরদর্শনের অনুষ্ঠানাবলী রাজ্যের আরো বিরাট সংখ্যক জনগণের কাছে পৌছতে পারবে বলে ডঃ সেনগুপ্ত জানান।

—নিউজ ব্যুরো

রাজনৈতিক খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা : আর এস পি নিয়ন্ত্রিত সংযুক্ত কিষাণ সভার সাগরদীঘি থানাকমিটির সভাপতি ও প্রাথমিক শিক্ষক নিয়ামতমরজা সি পি এম এর শীতলপাড়া গ্রামসভা সদস্য, আবদুল ওদুদ এবং তাঁর কয়েকজন অনুগামীর প্রহারে নিহত হয়েছেন বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১৭ মে বিকেলে নিয়ামত মিরজা জোনসীর একটি চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন। সেই সময় আবদুল ওদুদ ও তাঁর অনুগামীরা তাঁকে আক্রমণ করে প্রচণ্ড প্রহার করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তির পর ১৮ মে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

১৫ মে সাগরদীঘি থানার বাজিত-পুরে ছেলের প্রহারে মা খুন হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ছেলের বৌ-এর সঙ্গে শাশুড়ীর ঝগড়া হওয়ায় ছেলে মোজাম্মেল লাঠি নিয়ে মা-বাবা-ভাই-বোন সকলকে পিটতে শুরু করে। সবাই তার মার সহ্য করলেও মা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য জমি দখল

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১৯ মে—মুরশি-দাবাদের জেলা শাসক সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী নিয়ে গতকাল ফরাক্কা এলাকায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করেছেন। কয়েকজন জমির মালিক তাঁদের জমির দখল ছাড়ছিলেন না বলে সরকারী আদেশে ট্রাকটার চালিয়ে পুলিশের উপস্থিতিতে জমির দখল নেওয়া হয় বলে জানা গেছে। জমির মালিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

গ্রামের ডাকঘরে ফোন

বিশেষ প্রতিনিধি : গনকর সাব পোষ্টাপিসে পাবলিক কল অফিস সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে। এর ফলে খুব শিগ্‌গির এখানে টেলিফোন সংযোগ স্থাপন করা হবে। একজন সরকারী মুখপাত্র এ খবর দিয়ে জানিয়েছেন, গিরিয়া ও ঘোড়শালা ডাকঘরে ইতিমধ্যে পাবলিক কল অফিসের মাধ্যমে টেলিফোন সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায়

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পাঠকের দরবারে

সংবাদ-পত্র ও মুদ্রণশিল্পে ব্যবহৃত যাবতীয় পণ্যসম্ভারের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটায় আমরা ৬৬ বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এর প্রতিটির মূল্য পনের পয়সা থেকে বাড়িয়ে কুড়ি পয়সা এবং বাৎসরিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে শহরে নয় টাকা ও সডাক দশ টাকা করতে বাধ্য হয়েছি। পাঠকসাধারণ মফঃস্বলের এই ক্ষুদ্র পত্রিকার আর্থিক সমস্যার কথা চিন্তা করে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন, এই আশা করি। —প্রকাশক

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৮৬।

বন্দুকই শক্তি শক্তিই বন্দুক

৩৪ নং জাতীয় সড়কস্থিত স্থানীয় গদাইপুর সেতুতে গত ১২ই মে পুলিশ বাহিনী নিরস্ত্র কিছু লরিচালকদের উপর গুলিবর্ষণ করিয়া জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছে। স্মরণ থাকতে পারে, ইহার কিছুদিন পূর্বে পুলিশী-গুলিতে সুতী থানাধীন হারোয়া গ্রামে রক্তপাত ঘটিয়াছিল। সে ঘটনা এবং তৎপরবর্তী গদাইপুর সেতুর ঘটনা—এই উভয় ক্ষেত্রেই জনগণ নিন্দায় সোচ্চার।

একদা নকশালপন্থীদের 'বন্দুকের নলই শক্তির উৎস' শ্লোগানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিল পুলিশ। একটি রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অচল করিয়া দেওয়ার জন্য একটি রাজনৈতিক দলের ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কর্তব্যরত অনেক পুলিশ যে একদা মৃত্যুবরণ করিয়াছিল, জনগণ তাহাতে মর্মাহত হইয়া সেই সব বীর শহীদদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিল। কিন্তু ইদানীনং সেই পুলিশদলই যত্রতত্র জনসাধারণের উপর গুলি চালাইয়া যে প্রাণবলি ঘটাইতেছে, তাহাতেও জনগণ মর্মাহত। গদাইপুর সেতুর ঘটনায় জনসাধারণের জিজ্ঞাসা—ইহা কি পুলিশী বর্বরতা নহে?

লরিচালকদের অপরাধ কোথায় তাহা দেখিতে হইবে। আলোচ্য সেতু এলাকায় কিছু সমাজবিরোধী দুর্বৃত্ত লরি হইতে মালপত্র কাটিয়া লইতেছে; কোন প্রতিকার হইতেছে না। এই সড়কপথে ভারতের পূর্বপ্রান্তের সহিত অন্যান্য অংশের যোগাযোগ চলে; চলে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার মালপত্রের চলাচল। এই সেতু এলাকায় দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্য ব্যবসায়-বাণিজ্যে বহু ক্ষতির কারণ হইতেছে। লরিচালকদেরও জীবন বিপন্ন হইতেছে। কিন্তু প্রশাসনিক দিক হইতে ইহার সম্পর্কে কোনই ব্যবস্থা হয় নাই। ঐ সেতুর উপর গুলিচালনার ঘটনার আগে জনৈক লরিকর্মিকে দুর্বৃত্তেরা অপহরণ করে। পুলিশের পক্ষ হইতে সময়মত কোন ব্যবস্থা লওয়া হইল না। লরিচালকেরা জীবনের ও মালপত্রের নিরাপত্তাবিধানে পুলিশী কর্তব্যহীনতার প্রতিবাদে রুখিয়া উঠে এবং তাহা খুবই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কয়েকজন অথবা কয়েকশত লরিচালক—যাহাই হউক, তাহাদের উত্তেজনা প্রশমিত করা কি পুলিশ বাহিনীর পক্ষে সম্ভব হইত না? উর্ধ্ব, উর্ধ্বতর, উর্ধ্বতম পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই অবস্থার শান্তিপূর্ণ মোকাবিলা করিতে পারিতেন না? 'আই-পি-এস' লিলেবাসে তেমন কোন কিছু কি নাই? প্রশ্ন আরও আছে। গদাইপুর সেতুর উপর সমাজবিরোধী দুর্বৃত্তদের রাহাজানি-ডাকাতি বন্ধ করিতে পুলিশ ব্যর্থ কেন? কেনই বা জনৈক গুম করা লরিকর্মীকে সন্ধান করিতে পুলিশের ব্যর্থতা? তবে কি অপদার্থতা ঢাকিতেই এই গুলিচালনা এবং শান্তিরক্ষার জলন্ত উদাহরণ? পুলিশী ডায়েরী নামক বস্তুতে সুবিধামত নানা কথাই লিখিত রহিবে। বাগ্‌-বৈভবছটায় ইতিহাস হইবে শান্তিরক্ষকদের অনুকূল। ইহার অন্তরালে ঘটনার প্রকৃত চিত্র কোনদিন দৃষ্টিপথে পড়িবে না। প্রসঙ্গতঃ সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের উপর পুলিশী নির্যাতন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অদ্যাপি বিদ্যমান। সরকার বদল হইতেছে, তথাপি পুলিশী রজনীতি বর্বরতায় মসীলিপ্ত সকল সময়েই—অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকার সম্ভাবনা। এখন যদি বন্দুকের নলই পুলিশের শক্তির উৎস হয়, তবে জনমানসে পুলিশ যে হেয় প্রতিপন্ন হইবে, তাহা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

চিঠি-পত্র

বইমেলা প্রসঙ্গে

আপনার পত্রিকার ২রা মে সংখ্যায় প্রকাশিত 'বইমেলা' প্রসঙ্গে পত্রটি পড়ে আশ্বস্ত হলাম। কারণ উক্ত পত্রলেখক পুরাতন সংস্কৃতি পরিষদের সভ্য এবং তিনি আমার মত আরও কয়েকজন সদস্যবন্ধুদের অন্যতম যাঁরা পুরাতন সংস্কৃতি পরিষদের সদস্য থেকেও মহকুমা সংস্কৃতি পরিষদের ব্যানারে অনুষ্ঠিত উক্ত 'বইমেলা' সংক্রান্ত সভায় আহ্বান পাননি অর্থাৎ তাঁরা উপেক্ষিত। পত্রলেখক সদস্যবন্ধু সমগ্র বিষয়টির প্রতি সভাপতি মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পত্রে দেখা যায়, 'বইমেলা' সংক্রান্ত কোন এক সভায় (যে সভা পুরাতন সংস্কৃতি পরিষদের সদস্যদের একাংশের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়) জনৈক সদস্যের সঙ্গত প্রশ্নের উত্তরে তত্রত্য জনৈক কর্মকর্তা আহ্বান জানান হয়নি এমন সদস্যদের 'আজেবাজে' বলে অভিহিত করেন। প্রশ্ন এই: পরিষদের সভাপতি মহাশয় উক্ত কর্মকর্তার এরকম উদ্ধত মন্তব্য বিনা আপত্তিতে সমর্থন করলেন কেন এবং কেনই বা তিনি পরিষদের পূর্ণ সভায় উক্ত 'আজেবাজে' সদস্যদের বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যতিরেকে পরিষদের একাংশের অনুষ্ঠিত সভাকে মহকুমা সংস্কৃতি পরিষদের সভা হিসাবে গণ্য করে 'বইমেলা' সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং উক্ত জনৈক কর্মকর্তার স্বেচ্ছাচার বরদাস্ত করলেন? সভাপতি মহাশয় আপত্তি করলে এমনটি হত না। যাঁদের তাঁরা বাদ দিয়েছেন, পূর্ণ সভার অনুষ্ঠানে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। সংস্কৃতির অন্তরালে অপসংস্কৃতির এই পরিচয়ে জনসাধারণ নিশ্চয়ই অবাক হবেন। শুধু তাই নয়, ১৯৭৮ সালে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছিল, তার আয়ব্যয়ের হিসাব পূর্ণাঙ্গ সভায় উপস্থাপিত হল না, অথচ সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হল পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত হয়ে, তাতেও সংস্কৃতির এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হল। পত্রলেখক উপেক্ষিত সদস্যবন্ধু হয়ত জানেন না যে, এমনও অভিযোগ আছে যে, ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত পরিষদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য সংস্কৃতি পরিষদের উক্ত জনৈক কর্মকর্তা কোন কোন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তিগত দায়িত্বে পাকা রসিদ না দিয়েই চাঁদা সংগ্রহ করেছিলেন এবং তাগিদ সত্ত্বেও তিনি পাকা রসিদ দেননি বলে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। আর সে টাকা পরিষদের তহবিলে জমা পড়ল কিনা জানা যায়নি। সংস্কৃতি পরিষদের কোন সভায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়ব্যয়াদির হিসাব পেশ না করেই সভাপতি মহাশয়ের সই নিয়ে তা সংবাদপত্রে প্রকাশ করার হেতু কী? আর এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সভাপতি মহাশয় এমনভাবে মেনে নিলেন কেন? সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সম্পাদক এবং আর দু একজন কর্মকর্তা আপন ইচ্ছামত কাজকে সমগ্র মহকুমা সংস্কৃতি পরিষদের কাজ বলে চালানো জনসাধারণের বিস্ময় উদ্রেক করছে এবং তা কোন্ সংস্কৃতির পরিচয়, এও জনসাধারণের জিজ্ঞাসা।—উপেক্ষিত সদস্য বন্ধুদের একজন।

স্বজন-পোষণ

কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত সি এইচ ডব্লু স্কীমে সাগরদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে তার প্রার্থী বাছাইয়ে বর্তমান জনদরদী বামফ্রন্ট সরকারের বৃহৎ গোষ্ঠীর নেতারা কি পরিমাণে দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ ও ক্ষমতাকে দলের স্বার্থে ব্যবহার করছেন তার সামান্য উদাহরণ জনসমক্ষে তুলে ধরতে চাই। এই স্কীমে যে সমস্ত প্রার্থী নেওয়া হচ্ছে, তার ৫০ শতাংশ এম এল এ, বাকী ৫০ শতাংশ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শ্রমিক-কৃষক সমিতির মাধ্যমে নেওয়া হয়। ২ এপ্রিল যে সমস্ত প্রার্থী তাঁদের দলের মাধ্যমে নির্বাচিত হন, তাঁদের একজন রতনপুরের কাশীনাথ দাস যোগদান করতে গিয়ে জানতে পারেন যে, ২৯ নম্বরের ওই শিক্ষার্থী পদটি পূরণ হয়ে গেছে। ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে জানতে পারি যে, এম এল এ প্রতিনিধির লিখিত পত্রের মাধ্যমে ওই নম্বরে অন্য একজনকে নিয়োগ করা হয়। বহু চেষ্টার পর এ সি এম ও এইচ এর নির্দেশে কাশীনাথ দাসকে উল্লিখিত শিক্ষা শিবিরে যোগদান করতে দেওয়া হয়।—নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয় যুব কংগ্রেসের সাগরদীঘি ব্লক শাখার সাধারণ সম্পাদক।

ডিজেল বিক্রীর টাকা

সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাড়ালা গ্রামে স্থানীয় কয়েকজন সি পি এম সমর্থক কর্তৃক চার ব্যারেল ডিজেল তৈল ধৃত হয়। পরে তাহাদের নিকট হইতে জানা যায় যে, জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের সহিত যোগাযোগ করা হইয়াছে এবং উক্ত তৈল বিক্রয়ের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। চারদিন পরে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও জামুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধানের উপস্থিতিতে উক্ত তৈল স্থানীয় জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করা হয়। কিন্তু জনসাধারণের প্রশ্ন উক্ত টাকা কোন ফাণ্ডে জমা করা হইল তাহা প্রকাশের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে।—অসীম ব্যানারজি ও রতন চক্রবর্তী, বাড়ালা।

Government of West Bengal
Office of the Executive Engineer, P. W. D.
Berhampur Division No. 1.
Berhampur, Murshidabad

Notice Inviting Sealed Quotations for Auction Sale.

Sealed Quotations are invited from the reliable and resourceful persons for auction sale of Lahore Type Food Storage Godown No. I & II at Kandi under Executive Engineer, P. W. D. Berhampur Division No. I in the district of Murshidabad Ref. to S/R No. 2/K of 77-78 and 17/K of 78-79 of Sub-Divisional Officer, P. W. D., Kandi Sub-Divn.

Time, Place and other particulars are furnished below :—

1) Last date of receiving quotations	5-6-79 at 3 P. M.
2) Place of receiving quotations	Tender Box in the office of the Executive Engr. P. W. D. Berhampur Divn. No. I at Berhampur.
3) Earnest Money	Rs 1,000/- in Treasury Challan or Nationalised Bank Draft in favour of Executive Engr. P. W. D. Berhampur Division No. I (Structure 1 & 2)
4) Reserved Price	for the Structure Rs. 18,358 (1 & 2)
5) Date of opening	5-6-79 at 3-30 P. M.

Rate should be quoted in words and figures.

Quotations received outside specified place and beyond scheduled time will not be entertained.

Quotations received without earnest money will not be entertained.

Intending Quotationers are requested to be present at the time of opening the quotations.

Other terms and conditions may please be seen in office of the undersigned as well as in office of the concerned Sub-Divn. on any working days and in token of that the quotationers are to furnish a declaration to the effect that they have thoroughly read and understood the terms and conditions and such declaration is to be fixed the quotation.

The highest quotationer has to deposit 95% of his offer in cash in addition to the earnest money already deposited and the balance 5% of the amount will have to be deposited in cash after formal acceptance of his officer by competent authority

The undersigned reserves the right to reject any or all of the sealed quotations or accept any quotation without assigning any reason thereof.

Sd/ Illegible
Executive Engineer, P. W. D.
Berhampur Division I

দাদাঠাকুর বি-স্মরণে

হরিলাল দাস

এ বছর দাদাঠাকুরের আবির্ভাব-তিরোভাব দিনটি নীরবে এসে, নীরবে চলে গেছে। এখানে কোন অনুষ্ঠান হয়নি। তার মানে, যুগের হুজুগ কেটে গেছে। ভালই হয়েছে। দাদাঠাকুরের মতবাদের দিকে কাঁচকলা দেখিয়ে তাঁর ছবিতে মালা পরাবার জন্য কাড়াকাড়ি করার ভণ্ডামি এবার তাগলে হয়নি।

দাদাঠাকুর সবচেয়ে বেশি আঘাত দিয়েছিলেন পণপ্রথাকে। যাঁরা মেয়ের বাপকে নিংগড়ে পণের অতি মোটা টাকা আদায় করেন তাঁদের তিনি নাম দিয়েছিলেন 'ব্যাটাব্যাচা কসাই'। তবে তিনি যত তীব্র আঘাতই দেন না কেন এই কসাইদের অহিংস ছুরি প্রকাশ্যে রক্তপাত না ঘটিয়ে কন্যার পিতাদের জবাই করে চলেছে। 'ব্যাটা'দের দামও দিনে দিনে বাড়ছে। এই সব পুত্রবিক্রেতা স্বামিকেরা কপালে ফোঁটা এঁটে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—কোথায় আরও বেশি টাকা; এবং লক্ষাধিক টাকা লাভ করে অন্যের কন্যের দায় উদ্ধারের পুণ্য অর্জন করছেন। স্মরণ সভা করার এঁদের কি অধিকার?

বিলাসিতার মূর্ত প্রতিবাদ দাদাঠাকুর। অথচ এখন চারিদিকে বিলাসিতার স্রোত, প্রতিযোগিতা চলছে। কালোবাজারী করে যাঁরা বড় তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতে অল্প বেতন ও স্বল্প উপরির বাবুরা প্রাণান্ত করছেন। এঁরা বন্যাত্রাণে সাহায্যদানে অক্ষম; কিন্তু বিলাসবন্যায় সপরিবারে ভাসেন। দাদাঠাকুরের নামে অনুষ্ঠান করাও তাঁদের অন্যতম বিলাস। অতএব তা বন্ধ হয়ে মন্দ হয়নি।

(জঙ্গিপুর মহকুমা সংস্কৃতি পরিষদ সাড়ম্বর মেলা ছাড়াও অনাড়ম্বর কিছু ভাল অনুষ্ঠান করতে পারেন—অন্ততঃ মহকুমার গুণীজন স্মরণসভাগুলি নিয়মিতভাবে।)

ডাঃ বি রায় মারা যাননি

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ জাতীয় সড়কের সাজুর মোড়ের কাছে এক মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় অরঙ্গাবাদের ডাঃ বি রায় প্রাণ হারিয়েছেন বলে গত সপ্তাহে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, জানা গেছে, তা ঠিক নয়। জানানো হয়েছে ডাঃ রায়কে ক্যালকাটা মেডিক্যাল রিসারচ ইনষ্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে তিনি দ্রুত আরোগ্যলাভ করছেন। মহকুমাবাসী তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করছেন।

গ্রামরক্ষীদের মহড়া

সাগরদীঘি, ২৩ মে—সম্প্রতি মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের দোগাছি গ্রামে গ্রামরক্ষী ও অধিনায়করা মিলিত হয়ে চোর-ডাকাত প্রতিরোধের মহড়া দেখান। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় পৌরোহিত্য করেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অমিয়কুমার মুখারজি এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার।

ভ্রম সংশোধন

গত ১৬ মে তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদে নিলামের ইস্তাহার কলমে ডিঃ প্রদীপকুমার সিংহ দেঃ প্রসন্নরাম দাস দাবি ৩৫১৩'৭৬ টাকা স্থলে ভুলবশতঃ ৩৫৩'৭৬ পঃ মুদ্রিত হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। —প্রকাশক জঃ সঃ

শীতলাতলা-তুলসীবাড়ী মেলা

অন্যান্য বছরের মত এবারও রঘুনাথগঞ্জে তুলসীবিহার মেলা ও মিরজাপুর শীতলাতলার মেলা উদ্‌যাপিত হয় শীতলাতলায় দরিদ্রনারায়ণ সেবা হয়।

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
শ্লাইস ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১০

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার .. . সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বহরমপুর—ফরাক্কা ও
বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

গ্রামের ডাকঘরে ফোন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রামের মানুষ উপকৃত হবেন। মুখপাত্রটি আরো জানিয়েছেন, রঘুনাথগঞ্জ প্রধান ডাকঘরে দিনে দু'বার ডাক বিলিব্যবস্থা চালুর বিষয়টি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে দেখছেন। এর জন্য কিছু কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজন হবে। অদূর ভবিষ্যতে রঘুনাথগঞ্জ প্রধান ডাকঘর ডিভিসন অফিসে রূপান্তরিত হবে এবং কান্দীতে একটি প্রধান ডাকঘর স্থাপন করা হবে বলেও জানানো হয়েছে।

MURSHIDABAD ZILLA PARISHAD

Applications are invited for the post of District Engineer in the scale of pay of Rs. 475-30-685-35-1000-50-1150 (E. B. after 8th & 16th stages) plus allowances admissible under Rules. Higher initial pay will be allowed to a candidate possessing better qualification and experience. Candidates must possess B. E. Degree of any Indian University or a Degree equivelent to it or any other qualifications as laid down in Rule 2. of the "Rules for appointment of District Engineer" and also experience in important works for not less than five years.

Age Limit.: 24 to 40 years as on 1. 6. 79. Applications superscribing "Applications for appointment of District Engineer" and stating Name, Father's Name, Age, Qualifications, Experience, Nationality, Present and Permanent Address, must reach the undersigned on or before 15th June, 1979, in sealed and Registered Cover.

Sd/- M. Bag
Sabhadhipati,
Murshidabad Zilla Parishad
14-5-79

গ্রামে গ্রামে কমিশন বসবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বামফ্রন্টের দলবাজির সমালোচনা করেন এম এল এ মোঃ সোহরাব। দীর্ঘদিন পর কংগ্রেসের জনসভার কারণ ব্যাখ্যা করেন রবীন্দ্র পণ্ডিত। রঘুনাথগঞ্জের জনসভায় যোগদানের আগে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী সাগরদীঘিতে অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলনে মিলিত হন।

রাজনৈতিক খুন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কুঞ্জ বিবির আঘাত গুরুতর হওয়ায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

২০ মে রঘুনাথগঞ্জ থানার মিঠিপুরে সৌরীন সিংহ রায় নামে গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন সদস্য ছুরিকাঘাতে গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। এটি রাজনৈতিক প্রতিশোধের ঘটনা বলে জানা গেছে।

গ্রেনেড ও গুলি উদ্ধার ঃ রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ ১৯ মে রাত্রে সুজাপুরের কাছে একটি জঙ্গলের ভেতর থেকে মিলিটারী গ্রেনেড ও পাকিস্থানের তৈরী ৪ রাউণ্ড তাজা কারতুজ উদ্ধার ও আটক করেছে বলে জানিয়েছে।

মোটর বিক্রয়

৮নং হলার, ১৬নং আটা চাকি, ৪টি ঘানি ও চাপ মেসিন অলটারনেটভাবে চালাইবার ক্ষমতাসম্পন্ন একেবারে নূতন একটি বৈদ্যুতিক মোটর (আর পি এম ৯৬০) বিক্রয় আছে। সত্বর যোগাযোগ করুন—নাজেম আলী, গ্রাম+পোঃ কড়াইয়া, ভায়া সাগরদীঘি. মুরশিদাবাদ। পথনির্দ্দেশ—সাগরদীঘির তিন মাইল উত্তরে ও মনিগ্রাম ষ্টেশনের এক মাইল দক্ষিণে।

প্রকাশিত হইল

স্থানীয় কথাশিল্পী

কাজী আমিনুল ইসলাম

রচিত উপন্যাস

জীবনের রং ধূসর

এক ধারে কৃষক ও বিড়ি শ্রমিকের উপর শোষণ— অপরদিকে তাদের জীবন-সংঘাতের ছবি—এতদঞ্চলের এক বাস্তব চিত্র।

: প্রাপ্তিস্থান :

ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়, রঘুনাথগঞ্জ
মুরশিদাবাদ বার্তা কার্য্যালয়,
বহরমপুর

স্নানের ঘাট অবলুপ্ত

সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর গাড়িঘাটের কাছে স্নানের ঘাটটি অবলুপ্ত হতে চলেছে। পার বাঁধানোর জন্য বড় বড় পাথরের চাঁই ঘাটের ওপর জড়ো করায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে স্নানার্থীদের বিশেষ করে মহিলাদের স্নান করতে এসে নীরবে ফিরে যেতে হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ মূক ও বধিরের ভূমিকা অবলম্বন করেছেন। বহু আবেদন-নিবেদন নিষ্ফল হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

স্কুল-কলেজের খাতা-পত্র কাগজ-কালি-কলম-ফরম ও
যাবতীয় সামগ্রীর বিপুল আয়োজন
পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা-পত্র-ফরম এবং
বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন ও রকমারী কারডের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

পণ্ডিত ষ্টেশনারস

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

জবাকুসুম

তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?
তা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।
কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?
আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।
জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।